বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাশেম বহিষ্কার

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (কাশেম— শাহিন) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো: আবুল কাশেমকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি ময়মনসিংহ জেলা ফুলপুর উপজেলার চাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

তিনি সমিতির পদ পদবী ব্যবহার করে ২০১৮ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বঞ্চিতদের চাকুরি নিশ্চিত করার কথা বলে তৎকালীন ফ্যাসিষ্ট সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকট মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষকদের কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা চুক্তির পর নগদ ৩ কোটি টাকা গ্রহন করে। পরবর্তী সময়ে বঞ্চিত শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময়ে মো: কাশেমের ময়মনসিংহের নিজ বাসায় গিয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা আদায় করেন। পরবর্তী সময়ে সেই নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করার পর বিভাগীয় উপপরিচালক ময়মনসিংহের নেতৃত্বে দুইটি তদন্ত কমিটির দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্ত রিপোর্টের আলোকে কাশেমের অন্যতম সহযোগী আশিক মাহমুদ খান, প্রধান শিক্ষক (চ.দায়িত্ব), বীরগুছিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ কর্তৃক সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও বিধি অনুসারে ” অসদাচরণ ও দূর্ণীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা ও মামলা শুনানি শেষে আশিক মাহমুদ খানকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চ. দায়িত্ব) পদ থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করেন। মূল দায়ী ব্যক্তি মো: আবুল কাশেমকে বিভাগীয় উপপরিচালক, ময়মনসিংহ স্মারক নং ৩৮.৪৫.০০০০.২৭.০৩৯.১৯.৪০৪, তারিখ: ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ এর আদেশ মোতাবেক “অসদাচরণ ও দূর্নীতি” দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী “বেতন গ্রেডের নিম্নতম ধাপে অবনমিতকরণ” প্রদান করে মূল বেতন ৩৫৮৮০/— স্থলে ২২০০০/— নির্ধারণ করেন। সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহসভাপতি মো: লিয়াকত

আলী খান নির্দেশে বিভাগীয় বিভিন্ন তদন্ত কমিটির পত্রের মর্মানুযায়ী বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সংশোধিত গঠনতন্ত্র ২০২১ অনুচ্ছেদ —২২ (ক) অনুচ্ছেদ ২৪ (ক) ও (গ) এর ধারা মতে সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্নসহ উপদল সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কেন তাকে সমিতির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পদ থেকে কেন স্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করা হবে না সেই মর্মে ০৩/১১/২০২৪, ১৩/১১ /২০২৪ খ্রি: কৈফিয়ত তলব এবং ২৩/১১/২০২৪ খ্রি: তারিখের ঢাকার লালমাটিয়া স্কুল এন্ড কলেজ (লালমাটিয়া হাউজিং স্কুল এন্ড কলেজ) এ অনুষ্ঠিত সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সন্তোষজনক উত্তরে ব্যর্থ হওয়ায় ১৩/১২/২০২৪ খ্রি: সিনিয়র সহসভাপতি লিয়াকত আলী খান বিভাগীয় দন্ডপ্রাপ্ত মো: আবুল কাশেমকে সমিতির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পদ থেকে স্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করা হলো। নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো: লিয়াকত আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একই সিদ্ধান্তে বহিস্কৃত মো: আবুল কাশেম কর্তৃক ইতিপূর্বে সমিতির অগঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে বহিস্কৃত সকল পদধারি নেতৃবৃন্দের বহিষ্কার পত্রগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে। সূত্র: শিক্ষা বার্তা ডট কম।

একুশে টিভির সংবাদ পাঠিকার নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের নির্জনা

একুশে টেলিভিশনের সংবাদ পাঠিকা হিসেবে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের সন্তান ফাতেমা ফারজানা নির্জনা।

আজ রবিবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার সময় একটা সংবাদ পাঠের মধ্য দিয়ে একুশে টিভিতে তার নতুন পথচলা শুরু হয়।

ফাতেমা ফারজানা নির্জনা মেহেরপুরের সাবেক ছাত্রনেতা মফিজুর রহমানের কন্যা এবং গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান

অ্যাডভোকেট শফিকুল আলমের পুত্রবধু। নির্জনা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায় রয়েছে।

এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সারাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে নির্জনা ও তার দুই বান্ধবী।

পুলিশের নতুন আইজিপি বাহারুল আলম

পুলিশের ৩৩তম মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হয়েছেন বাহারুল আলম। তিনি একসময় পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান ছিলেন।

এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নতুন কমিশনার হয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চাকরি হারানো অতিরিক্ত আইজিপি শেখ মো. সাজ্জাদ আলী।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশে বড় রদবদল হয়। তখন পুলিশের ৩২তম মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে নিয়োগ পান ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ট মো. ময়নুল ইসলাম। আর ৩৭তম ডিএমপি কমিশনার হন মো. মাইনুল হাসান।

জানা গেছে, পুলিশপ্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া বাহারুল আলম একসময় এসবির প্রধান ছিলেন। দুই দফা পদোন্নতিবঞ্চিত এই কর্মকর্তা ২০২০ সালে অবসরে যান। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ সদরদপ্তরের শান্তিরক্ষা বিভাগে পুলিশ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন। এর আগে ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, কসোভো ও সিয়েরা লিওনে দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যদিকে সাজ্জাদ আলী বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে ১৯৮৪ সালে পুলিশে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি একসময় ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তা ছাড়া সাজ্জাত আলী লক্ষ্মীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন। এ ছাড়া হাইওয়ে পুলিশ গঠন হলে সেখানেও ডিআইজির দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পুলিশ সদরদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। মেধাবী, কর্মঠ ও সৎ পুলিশ অফিসার হিসেবে বাহিনীতে সুনাম আছে সাজ্জাত আলীর। পুলিশের এই কর্মকর্তার বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকূপায়।

গত সোমবার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর চাকরি পুনর্বহাল করে অন্তর্বর্তী সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১-এর মামলা নম্বর ৩৩/২০১৭-এর ৩ সেপ্টেম্বরের রায় অনুযায়ী পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মো. সাজ্জাত আলীকে ২০১৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরিতে পুনর্বহাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি আদালতের আদেশানুযায়ী সব প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি এবং অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

সূত্র: কালবেলা

শপথ নিলেন নতুন তিন উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের আরও তিনজন উপদেষ্টা শপথ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ পাঠ করান। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্যান্য উপদেষ্টারা উপস্থিত ছিলেন।

আজ রোববার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গভবনে নতুন উপদেষ্টাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

শপথ নেওয়া তিন উপদেষ্টা হলেন- ১. সেখ বশির উদ্দিন, ২. মো. মাহফুজ আলম, ৩. মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

এর আগে চার দফায় শপথগ্রহণ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের ১৭ উপদেষ্টা।

এর মধ্যে ৮ আগস্ট শপথ নেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ উপদেষ্টা। ঢাকা ও দেশের বাইরে থাকায় তিন উপদেষ্টা সেদিন শপথ নেননি।

পরদিন শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। পরে ১১ আগস্ট শপথ নেন উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা ও বিধান রঞ্জন রায় আর ১৩ আগস্ট শপথ নেন আরেক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম।

এরপর গত ১৬ আগস্ট নতুন করে আরও চার উপদেষ্টা শপথ নেন। তারা হলেন-সাবেক সচিব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং বাংলাদেশ রাইফেলসের সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম।

সূত্র: কালবেলা

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে মেহেরপুর জেলার প্রথম স্থান অর্জন

সারা দেশে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন মনিটরিং সেল কার্যক্রমে অক্টোবর মাসে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সারা দেশের মধ্যে মেহেরপুর জেলা প্রথম স্থান অর্জন করায় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে ১০ টার সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

(রাজস্ব) মোঃ তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ,সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবির হোসেন, মেহেরপুর জেলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসিফ ইকবাল সজীব, মোঃ সানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাদিম হোসেন শামীম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আজিম উদ্দিনসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার। আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের কথা জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, গণরুমকেন্দ্রিক নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং এ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতাকর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে। গত ১৫ জুলাই থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করে শতশত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং আরও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে।

সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী

লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কাজে জড়িত আছে।

এই অবস্থায় সরকার ‘সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯’ এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ’কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং ওই আইনের তফসিল-২ এ ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ’ নামীয় ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্ত্বা হিসেবে তালিকাভুক্ত করল বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

রাষ্ট্রপতির থাকা না থাকা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত: নাহিদ

অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন থাকবেন কী থাকবেন না, এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আইনি বা সাংবিধানিক কোনো প্রশ্ন নয়। এটি একেবারেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

বুধবার (২৩ অক্টোবর) তিনি সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা সেসময় বিদ্যমান সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতিকে রেখেই সরকার গঠন করেছিলাম। কিন্তু যদি আমাদের মনে হয়, এই সেট-আপে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে অথবা জনগণ এই সেট-আপে অসন্তুষ্ট, তাহলে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবব এবং পুনর্মূল্যায়ন করছি।’

নাহিদ বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি থাকবেন কী থাকবেন না, এই প্রশ্নটি এই

মুহূর্তে বাংলাদেশ আইনি বা সাংবিধানিক কোনো প্রশ্ন নয়। এটি একেবারেই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ফলে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।’

সূত্র: ইত্তেফাক

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম এ বিষয়ে দুটি আবেদন করেন। একটি আবেদনের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ ছাড়া অপর আবেদনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেওয়া হয়।

এদিন বেলা সাড়ে ১১টায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন আমলের সব হত্যা, গণহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, পিলখানা হত্যার বর্ণনা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর।

গত ১৫ অক্টোবর নিয়োগের পর প্রথম কর্মদিবসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার। এ ছাড়া ট্রাইব্যুনালের দুই সদস্য বিচারপতি মো.

শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী এদিন ট্রাইব্যুনালে আসেন।

এ সময় ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার ও অন্য কর্মকর্তারা তাদের অভ্যর্থনা জানান।

গত ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম শেখ হাসিনাসহ পলাতক অন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সহায়তা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের মুখোমুখি করতে ২০১০ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। সেই ট্রাইব্যুনাল জামায়াত-বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষণা করা হয় এবং তা কার্যকরও হয়।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার এই আন্দোলন ঠেকাতে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় শেখ হাসিনা সরকার। প্রায় দেড় হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এই আন্দোলনে। শেখ হাসিনার পতনের পর সরকারের দায়িত্বে আসে শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দায়িত্ব গ্রহণের পরই জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচার করার সিদ্ধান্ত হয়।

ছাত্র আন্দোলনের সময় কয়েক শ মৃত্যুর ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে বিবেচনা করে শেখ হাসিনাসহ ক্ষমতাচ্যুত সরকারের কয়েক ডজন মানুষের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এরই মধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ জাতীয় আট দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত

জাতীয় শোক, শিশু ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চসহ আটটি দিবস বাতিল করছে

অন্তর্বর্তী সরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার এসব জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

গত ৭ অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদসচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাতিল হওয়া আটটি দিবসের মধ্যে পাঁচটিই শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস।

এ ছাড়া বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

জানা যায়, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেসকো ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বৈশ্বিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকার। দিবসটিকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর পরিপত্র জারি করে।

এরপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ মার্চের একাধিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর বা বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ইশতেহারকে

স্মরণীয় করে রাখতে ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস পালন করে শেখ হাসিনার সরকার।

পরের বছর দিবসটির নাম পরিবর্তন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস করা হয়। ২০২৩ সালে তা ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস’ হিসেবে উদযাপন করা হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এভারকেয়ার হাসপাতালের জেনারেল ম্যানেজার আরিফ মাহমুদ এবং সাবেক মন্ত্রী ও মতিয়া চৌধুরীর মামা মোস্তফা জামাল হায়দার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

১৯৪২ সালের ৩০ জুন পিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেন মতিয়া চৌধুরী।

তার বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা এবং মা নুরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। ১৯৬৪ সালের ১৮ জুন খ্যাতিমান সাংবাদিক বজলুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মতিয়া চৌধুরী।

তিনি ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৭ সালে ‘অগ্নিকন্যা’ নামে পরিচিত মতিয়া পূর্ব পাকিস্তান

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন এবং এর কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। ১৯৭০ ও ১৯৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রচারণা, তদবির এবং আহতদের শুশ্রুষায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

১৯৭১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সময়কালে তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার হন।

১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মতিয়া চৌধুরী। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগের ১নং প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সূত্র: কালেরকণ্ঠ